উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-৩

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

আমিরুল মুমিনিন

# আবদুল মালিক

## ইবনু মারওয়ান

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-৩

আমিরুল মুমিনিন

# আবদুল মালিক

## ইবনু মারওয়ান

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ

হামেদ বিন ফরিদ

আবু আব্দুল্লাহ আহমদ

সম্পাদক

সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২৩
প্রকাশকাল : জুলাই ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳৬৫০, US $22. UK £19

প্রচ্ছদ : মুহাম্মেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
**কালান্তর প্রকাশনী**
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

**ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র**
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
**নহলী**, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
**রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96712-8-2

**Abdul Malik Ibn Marwan**
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
**Kalantor Prokashoni**
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantordk
**www.kalantorprokashoni.com**

**All Rights Reserved**
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

# প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, 'উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড এখন আপনাদের হাতে। ড. শায়খ আলি সাল্লাবির অনুসরণে এই খণ্ডের নাম আমরা রেখেছি *আমিরুল মুমিনিন আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান*।

'উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস' মোট পাঁচটি খণ্ডে আমরা প্রকাশ করেছি। প্রতিটি খণ্ডের নামও আলাদা আলাদা করে রেখেছি এবং আলোচনাও সংশ্লিষ্ট খলিফার রেখেছি, যাতে পাঠক চাইলে যেকোনো খণ্ড আলাদাভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। তবে এই খণ্ডে আরও দুজন খলিফার আলোচনা এসেছে—সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিক ও ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিক। তাঁরা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের পরে খলিফা হন। দুজনই ছিলেন তাঁর সন্তান। অবশ্য তাঁদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত। আর যেহেতু প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের আলোচনা সংশ্লিষ্ট, তাই সেটা সংশ্লিষ্ট খণ্ডে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছি।

*উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস* সিরিজের খণ্ডগুলোর নাম :

১. মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা.।
২. আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.।
৩. আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান রাহ.।
৪. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.।
৫. উমাইয়া খিলাফতের পতন ও আব্বাসিদের উত্থান।

গ্রন্থটি দুজন যোগ্য অনুবাদক অনুবাদ করেছেন। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান অংশ অনুবাদ করেছেন হামেদ বিন ফরিদ। অর্থাৎ, তিনি ভূমিকা থেকে নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদসহ অনুবাদ করেছেন। অবশ্য প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদটি অনুবাদ করেছেন মহিউদ্দিন কাসেমী। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দুটি পরিচ্ছেদ তথা ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ অনুবাদ করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আহমদ। এ দুটি পরিচ্ছেদে খলিফা সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিক ও খলিফা ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

বইটি সম্পাদনা করেছেন সালমান মোহাম্মদ। মুতিউল মুরসালিন প্রথমে ও শেষে দুইবার ভাষা ও বানানের কাজ করেছেন। আমি নিজেও পুরো গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পড়েছি। আমাদের প্রতিটি কাজের মতো এটাতেও আমাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদি বিন্যাস করা হয়েছে। বিশেষ করে 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান ও ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে তাঁর সংঘাত' শিরোনামের পরিচ্ছেদটি অধিক প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে আমরা এই খণ্ডে রেখেছি। যদিও পরিচ্ছেদটি আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের আলোচনার সঙ্গেও প্রাসঙ্গিক। আর একই আলোচনা একাধিক খণ্ডে হুবহু থাকা পাঠকের জন্য নিশ্চয় বিরক্তিকর হবে; আবার বইয়ের কলেবরও বেড়ে যাবে; এ বিষয়টিও এখানে আমরা বিবেচনায় নিয়েছি।

কাজটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। কাজের সঙ্গে জড়িত সবার কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে উপযুক্ত বদলা দান করুন।

আমাদের কাজে কোনো ভুলত্রুটি নজরে পড়লে অবগত করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে সংশোধন করব।

**আবুল কালাম আজাদ**
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১ জুন ২০২২

# সূচিপত্র


ভূমিকা # ১১

প্রথম অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন
আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান ও তাঁর শাসনামল # ১৫

প্রাককথন # ১৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান
এবং ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে তাঁর সংঘাত # ২০

এক : নাম, বংশপরম্পরা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী ২০
দুই : খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণপূর্ব তাঁর রাজনৈতিক জীবন ২৩
তিন : যে আলিমরা আবদুল মালিকের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন ২৪
চার : তাওয়াবিন আন্দোলন ও আইনে ওয়ারদার যুদ্ধ ২৫
পাঁচ : মুখতার ইবনু আবু উবায়েদ সাকাফির আন্দোলন ২৭
ছয় : আমর ইবনু সায়িদ ইবনুল আস আল আশদাকের আন্দোলন ও তাঁর হত্যাকাণ্ড ৩৮
সাত : রোমানদের সঙ্গে আবদুল মালিকের সন্ধি ও জারজামিদের সঙ্গে কঠোরতা ৪২
আট : জুফার ইবনু হারিস কিলাবি ৪৩
নয় : ইরাক দখল ও মুসআব ইবনু জুবায়েরের হত্যাকাণ্ড ৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খারিজি অপতৎপরতা দমন # ৫৩

এক : আজারিকা খারিজি ৫৩
দুই : সুফরিয়া খারিজি ৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## আবদুর রাহমান ইবনুল আশআসের বিদ্রোহ # ৬৯


এক : আবদুর রাহমান ইবনুল আশআসের নেতৃত্বে সিজিস্তানে 'ময়ূরবাহিনী' প্রেরণ ৭০
দুই : হাজ্জাজের বিরুদ্ধে আবদুর রাহমানের বিদ্রোহ ৭১
তিন : ইবনুল আশআসের বিদ্রোহের ব্যাপারে সমকালীন আলিমদের অবস্থান ৭৮


চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## আবদুল মালিকের যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা # ১০৫


এক : রাষ্ট্রীয় দপ্তরসমূহ ১০৬
দুই : আরবি ভাষার প্রচলন; কারণ ও ফলাফল ১১২
তিন : খলিফা আবদুল মালিকের শাসনকালে প্রাদেশিক প্রশাসন ১১৫
চার : রাষ্ট্র পরিচালনায় আবদুল মালিকের কর্মপদ্ধতি ১২৩
পাঁচ : আবদুল মালিকের প্রভাবশালী গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসক হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ সাকাফি ১৩২


পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের শাসনামলে অর্থব্যবস্থা # ১৪৪


এক : রাষ্ট্রীয় রাজস্বের উৎসসমূহ ১৪৪
দুই : সাধারণ ব্যয়সমূহ ১৪৬
তিন : কৃষিখাতের উন্নয়ন ১৪৭
চার : ব্যবসাবাণিজ্যের বিকাশ ১৫০
পাঁচ : বিভিন্ন শিল্প ও পেশা ১৫৩
ছয় : টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রার আরবিকরণ ১৫৪
সাত : আবদুল মালিকযুগে স্থাপত্য ও নির্মাণশিল্প ১৫৭


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ প্রশাসন # ১৬৪


এক : বিচারব্যবস্থা ১৬৪
দুই : পুলিশি কাঠামো ১৬৭


সপ্তম পরিচ্ছেদ

## খলিফা আবদুল মালিকের যুগে আলিম ও কবিসমাজ # ১৬৯


এক : আলিমদের অবস্থান ১৬৯
দুই : আবদুল মালিক : কবিতা ও কবি ১৭৮

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ও সুলায়মানের আমলে ইসলামি বিজয়াভিযানসমূহ # ১৮২

### প্রথম পরিচ্ছেদ

## রোমান সাম্রাজ্যে বিজয়াভিযানসমূহ # ১৮৩


এক : বাইজেন্টাইনদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে মুসলিমদের সামরিক কর্মকাণ্ড ও আগ্রাসী গতিবিধি ১৮৫
দুই : সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিকের কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ১৮৬


### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## উত্তর-আফ্রিকা ও আন্দালুসে বিজয়াভিযানসমূহ # ২০১


এক : হাসসান ইবনু নুমান গাসসানির বিজয়াভিযানসমূহ ২০১
দুই : মুসা ইবনু নুসাইরের বিজয়াভিযানসমূহ (৮৫ হি.) ২০৮
তিন : আন্দালুস বিজয় এবং তারিকের প্রচেষ্টা ও অবদান ২১২


### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## প্রাচ্যের বিজয়াভিযানসমূহ # ২৩৮


এক : মুহাল্লাব ইবনু আবু সুফরার বিজয়সমূহ ২৩৮
দুই : কুতায়বা ইবনু মুসলিমের বুখারা, সমরকন্দ ও অন্যান্য নগর বিজয় ২৪৪
তিন : মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম সাকাফি ও সিন্ধু বিজয় (৮৯-৯৬ হি.) ২৬৪


### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ও সুলায়মানের আমলে অর্জিত বিজয়সমূহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ # ২৭৫


এক : কীসের জোরে মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছিলেন ২৭৫
দুই : বিজিত অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার কার্যকারণসমূহ ২৬৭
তিন : বিজিত জাতিসমূহের মধ্যে ভাষাবিপ্লবের ব্যাখ্যা ২৭৯
চার : সেনাসামান্তদের নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্বারোপ ২৮৩
পাঁচ : সংঘাতময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুরার গুরুত্ব ২৮৩
ছয় : স্থলসীমান্ত সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ ২৮৫
সাত : বিজয়সমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ২৮৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন এবং আবদুল মালিকের ইনতিকাল # ২৮৮


এক : ওয়ালায়াতুল আহদ (ক্ষমতার উত্তরাধিকারী) নির্বাচন এবং সে ব্যাপারে সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িবের অবস্থান ২৮৮

দুই : ছেলেদের প্রতি আবদুল মালিকের অসিয়ত ও তাঁর ওফাত ২৯৭


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের খিলাফত # ৩০২


এক : ওয়ালিদের আমলে নাগরিক ও মানবিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ৩০২

দুই : আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যবিবরণী-পুস্তকের প্রচলন ৩০৮

তিন : ওয়ালিদ ও কুরআন মাজিদ ৩০৮

চার : উরওয়া উবনু জুবায়ের যখন ওয়ালিদের মেহমান ৩১০

পাঁচ : ওয়ালিদ হাজ্জাজকে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত লিখে জানাতে বলেন ৩১১

ছয় : উম্মুল বানিন : ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের সহধর্মিণী ৩১২

সাত : রোমান শাসকের সঙ্গে ওয়ালিদের চিঠি আদানপ্রদান ৩১৭

আট : সুলায়মানকে ক্ষমতার উত্তরাধিকার থেকে অপসারণের চেষ্টা এবং ওয়ালিদের মৃত্যু (৯৬ হি.) ৩১৮


সপ্তম পরিচ্ছেদ

## সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিকের খিলাফত # ৩২১


এক : তাঁর জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রনীতি ৩২১

দুই : ওয়ালি (গভর্নর) নির্বাচনে সুলায়মানের নীতি ৩২৫

তিন : বিরোধী দলসমূহের ব্যাপারে সুলায়মানের রাষ্ট্রনীতি ৩২৮

চার : সুলায়মান ও আলিমগণ ৩৩০

পাঁচ : বনু উমাইয়ার অনুগতদের প্রতি সুলায়মানের অনুগ্রহ এবং ছেলে আইয়ুবের মৃত্যু ৩৩৪

ছয় : খাওয়াদাওয়া, গানবাজনা, কবিদের প্রশংসা এবং সুলায়মান ৩৩৬

সাত : ওয়ালি আহদ (ক্ষমতার উত্তরাধিকারী) নির্ধারণ এবং মৃত্যু (৯৯ হি.) ৩৩৯

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাই অন্তরের কুমন্ত্রণা ও মন্দকাজ থেকে। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ বলেন,

> ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত, ঠিক সেভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

তিনি আরও বলেন,

> হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাঁদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো এবং রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

> মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, সব প্রশংসা আপনার জন্য, যা আপনার মহান সত্তা ও মহাশক্তির উপযোগী। সব প্রশংসা আপনার জন্যই, আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা পর্যন্ত; সন্তুষ্টির সময় এবং সন্তুষ্টিপরবর্তী সময়ও। আপনার মাহাত্ম্যের উপযুক্ত সব প্রশংসাই আপনার জন্য। সব স্তুতিবাক্যও আপনার জন্যই নিবেদিত, যা আপনার বড়ত্বের উপযুক্ত। তাবৎ

মহিমা-গৌরবও আপনার জন্য, যা আপনার গৌরব ও বড়ত্বের যোগ্য।

খিলাফতে রাশিদার পর অনেক বছর ধরে বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়েছেন বনু উমাইয়ার শাসকরা। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমার রচিত উমাইয়া খিলাফতের তৃতীয় অংশ। এই খণ্ডে আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের পরিচিতি, তাঁর নাম, বংশধারা, উপনাম ও জীবনের খণ্ডচিত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। পাঠকের সামনে ইনসাফের সঙ্গে তুলে ধরেছি পিতা মারওয়ানের ইনতিকালের পরে উমাইয়া নেতৃত্ব কীভাবে আবদুল মালিকের হাতে সুসংহত হয়েছিল, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ভিত কীভাবে তাঁর নিপুণ দক্ষতায় সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংঘাত মোকাবিলায় আবদুল মালিকের সামরিক কৌশল ও প্রতিরক্ষা-বিন্যাস কেমন ছিল—যার মাধ্যমে তিনি বৈধ খলিফা আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের, তাওয়াবিনদের (অনুশোচনাকারী) আন্দোলন, আইনুল ওয়ারদার যুদ্ধ, মুখতার ইবনু আবু উবায়েদ সাকাফির ও আমর ইবনু সায়িদ ইবনুল আসের বিদ্রোহ দমনসহ মুসআব ইবনু জুবায়েরকে হত্যা করে ইরাকের দখলদারত্ব বাগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এতে আরও স্থান পেয়েছে—খারিজিদের সঙ্গে আবদুল মালিকের সংঘর্ষের রূপ-প্রতিরূপ কেমন ছিল, আজারিকা খারিজিদের দমনে মুহাল্লাব ইবনু আবু সুফরার ভূমিকা কী ছিল, সুফরিয়া খারিজিদের মোকাবিলায় উমাইয়া সরকার কী কী উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছিলেন। খারিজিদের প্রথমসারির কয়েকজন ব্যক্তি কাতারি ইবনুল ফুজাআ ও ইমরান ইবনু হাত্তানের জীবনগাথা ও তাদের আলোচিত কিছু কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থ থেকে জানা যাবে—আবদুল মালিকের আমলে খারিজিদের পতনের কারণসমূহ কী কী, আবদুর রাহমান ইবনুল আশআসের বিদ্রোহের পর্যালোচনা, বিদ্রোহের কার্যকারণ, আলিমদের অবস্থান এবং ইবনুল আশআসের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার কারণসমূহ।

আরও বর্ণনা করেছি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা, সুদৃঢ়করণ, অভ্যন্তরীণ কোন্দল-বিদ্রোহ নিরোধ ও প্রশাসনিক সংস্কারকল্পে আবদুল মালিকের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কী ছিল। পাঠক জানতে পারবেন তাঁর আমলে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিভাগ—দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য 'দিওয়ানুর রাসায়িল', রাজস্ব-দান-অনুদান ও ডাকবিভাগ সম্পর্কে। জানতে পারবেন শাসনব্যবস্থায় আরবিকরণ, অফিস-আদালতের সরকারি দলিল-পত্রাদি লিখনে আরবি ভাষার প্রচলনে আবদুল মালিকের ভূমিকা, এর নেপথ্য কারণ, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ও প্রাদেশিক অঞ্চল পরিচালনায় তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কে।

এ গ্রন্থে আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্তে গৃহীত আবদুল মালিকের ব্যাপক পরিকল্পনাসমূহের ওপর। যেমন : শুরাপদ্ধতি,

শামবাসীর ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, প্রশাসনিক প্রতিটি বিভাগে উপযুক্ত লোকবল নিয়োগ, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের খবরাখবরের নিয়মিত তদারকি, সরকারি পদে আত্মীয়দের প্রাধান্যদান, গোত্রীয় ভারসাম্য বজায় রাখা, আহলে কিতাবের প্রতি উদারতা প্রদর্শন, সমাজের মান্যবর ও বিশিষ্টজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান নিবেদন এবং নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে প্রশাসকদের কঠোর নজরদারিতে রাখা প্রভৃতি বিষয়।

আলোকপাত করেছি আবদুল মালিকের অধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের জীবনচিত্র—তাঁর আমলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও শিল্পখাতের ইতিহাস নিয়ে। আরবি ইসলামি মুদ্রা প্রচলনে আবদুল মালিকের অবদান, স্থাপত্যশিল্প, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ-প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোতে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব এবং আলিমসমাজ, জ্ঞানী-গুণী ও কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের সেই নির্মল উপাখ্যানের নিপুণ চিত্রায়ণ করেছি।

এ গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ একটি পরিচ্ছেদে থাকবে আবদুল মালিক এবং তাঁর দুই ছেলে ওয়ালিদ ও সুলায়মানের আমলে সংঘটিত ইসলামি বিজয়াভিযানগুলোর আলোচনা। যেখানে পাঠক দেখতে পাবেন, একটি অভিযানের সঙ্গে অন্য অভিযান কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পাঠকের সুবিধার্তে বিজয়াভিযানগুলোর কতিপয় ফলাফল, লব্ধ শিক্ষা ও উপদেশ আমি তুলে ধরেছি। যেমন : বিজিত রাজ্যগুলোতে ইসলামের বিস্তার, দাওয়াতের বৈশ্বিক পরিবেশ তৈরি, অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের উদারনৈতিক আচরণ এবং যেমন : রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে আরবিকরণের সংস্কারের ফলে আরবি গোত্রগুলোর বিজিত অঞ্চলে হিজরত, প্রশাসনিক সব ক্ষেত্রে আরবির ব্যবহার নিশ্চিত এবং ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বলাভ...।

এ গ্রন্থে আমি আলোকপাত করেছি ছেলে ওয়ালিদ, এরপর ছেলে সুলায়মানের জন্য সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিশ্চিতকরণে আবদুল মালিকের তৎপরতা সম্পর্কে। এ বিষয়ে মহান আলিম সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িবের অবস্থান এবং এর জন্য তাঁকে শাসকগোষ্ঠীর যে রোষের শিকার হতে হয়েছিল, তার আলোচনাও এখানে ঠাঁই পেয়েছে। বিবরণ এসেছে মৃত্যুকালে আবদুল মালিক তাঁর ছেলে ওয়ালিদ ও অন্য সন্তানদের যে অসিয়ত করেছিলেন, সে বিষয়েও।

আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আলোচনার ইতি টেনে আমি শুরু করেছি ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের ইতিহাস-আলোচনা। তিনি কীভাবে খিলাফত লাভ করলেন, তাঁর আমলে নাগরিক ও মানবিক উন্নয়নমূলক গুরুত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞ—যথা : মসজিদে নববি সম্প্রসারণ, মসজিদে উমাবি নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, অভাবীদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, রাস্তাঘাট উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেছি। সঙ্গে ওয়ালিদের সহধর্মিণী

উম্মুল বানিনের আলোকিত জীবনী, তাঁর আল্লাহভীতি, বদান্যতা ও মহানুভবতা বিষয়েও আলোচনা পেশ করেছি। উম্মুল বানিনকে নিয়ে প্রসিদ্ধ কবি ওয়াজ্জাহ ইয়ামেনি কর্তৃক রচিত বানোয়াটি মিথ্যাচার থেকে সতর্ক করেছি। এ ছাড়া এই প্রখ্যাত তাবিয়ি মহীয়সীকে নিয়ে ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে প্রচারিত মিথ্যা গালগল্প বিষয়েও সজাগ করেছি।

সব শেষে আমি সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিক ও তাঁর জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রনীতি, শুরা-ধারণা, গভর্নর নির্বাচনের নীতি, বিরোধীদলসমূহের ব্যাপারে রাষ্ট্রনীতি, আলিম ও বিশিষ্টজনের সঙ্গে বিশেষত উমর ইবনু আবদুল আজিজ ও রাজা ইবনু হাইওয়াহর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিষয়ে বর্ণনা করেছি। সুলায়মানকে 'অতিভোজী' আখ্যা দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রয়াস চালানো কতিপয় দুষ্কৃত ইতিহাসবিদের খণ্ডন করেছি। এরপর উমর ইবনু আবদুল আজিজকে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত করার নেপথ্যে রাজা ইবনু হাইওয়াহর অসামান্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেছি।

শুরু ও শেষে সব প্রশংসা তাঁর জন্যই—তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর সুন্দর নাম ও গুণের অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কাজগুলো একমাত্র তাঁর জন্যই কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত করেন, যেন গ্রন্থটির প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান আমি আমার পুণ্যের পাল্লায় পেয়ে যাই। এ কাজে যে-সকল ভাই আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ যেন তাঁদেরও উত্তম প্রতিদান দেন। এ গ্রন্থের প্রতিটি পাঠক ও মুসলমান ভাইয়ের কাছে আবেদন, তাঁদের দুআয় যেন আমাকে ভুলে না যান।

> হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সুরা নামল : ১৯]

আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই তাওবা করছি। আর আমাদের শেষকথা—সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

মহান রবের ক্ষমার ভিখারি—
**আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি**

প্রথম অধ্যায়

# আমিরুল মুমিনিন
# আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান ও তাঁর শাসনামল

- আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান এবং ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে তাঁর সংঘাত
- খারিজি অপতৎপরতা দমন
- আবদুর রাহমান ইবনুল আশআসের বিদ্রোহ
- আবদুল মালিকের যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা
- আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের শাসনামলে অর্থব্যবস্থা
- বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ প্রশাসন
- খলিফা আবদুল মালিকের যুগে আলিম ও কবিসমাজ

# প্রাককথন

আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর জনসাধারণের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান খিলাফতের মসনদে সমাসীন হন। তিনি ছিলেন তরবারির জোরে লড়াইয়ের ওপর ভর করে ক্ষমতার রাজাসনে অধিষ্ঠিত প্রথম খলিফা। তাঁর এই জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলদারির রাজনীতি পরবর্তীকালে বেশ প্রভাবশালী রূপ লাভ করেছিল। মুআবিয়া রা. হাসান ইবনু আলি রা.-এর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্থাপনের পর খলিফার আসনে বসেছিলেন। এরপর সাধারণ জনতা শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর হাতে বায়আত নিয়েছিল। মুআবিয়ার ছেলে ইয়াজিদ পিতার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের বায়আত লাভ করেছিলেন। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর নানা অঞ্চলের লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইবনু জুবায়েরের হাতে বায়আত হয়। তখন ইবনু জুবায়ের মক্কায় অবস্থান করছিলেন। পক্ষান্তরে আবদুল মালিক প্রথম খলিফা, যিনি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার আসন বাগিয়ে নিয়েছিলেন। বস্তুত আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরকে নির্দয়ভাবে হত্যার পরই অধিকাংশ মানুষ আবদুল মালিককে খলিফারূপে মেনে নিয়েছিল। এরই রেশ ধরে শুরু হয় একজন দখলদার খলিফার শাসনকাল; ইসলামের ইতিহাস ইতিপূর্বে যার নজির কেউ কখনো দেখেনি।

সাহাবিদের ইজমা ছিল শুরার সিদ্ধান্ত ও জনতার সর্বসম্মত সন্তুষ্টির নিয়ম মেনে বায়আত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইমামত (শাসনক্ষমতা) হস্তান্তর করা হবে। একইভাবে শুরা ও সর্বসাধারণের সন্তুষ্টির শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করে প্রয়াত শাসক কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে গেলে এবং জনগণও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির হাতে নিরঙ্কুশভাবে বায়আত হলে তিনিও রাজসিংহাসনের বৈধ অধিকারী বিবেচিত হবেন। সাহাবিরা আরও মূলনীতি দিয়েছেন, ইসলামি ক্ষমতার মধ্যে কোনো প্রকারের উত্তারাধিকারীর অবকাশ নেই। জোরপূর্বক শাসনভার দখলরও কারও অধিকার নেই। এমনটি করা শরিয়তের নিক্তিতে জুলুম বা অমার্জনীয় অন্যায়।[১]

[১] *আল-হুরিইয়া আবিত তুফান* : ১১৯।